আর্ন্তজাতিক বর্ণবাদ বৈষম্য নির্মূল দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
২১ মার্চ,২০০৪

২১ মার্চ ১৯৬০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার শার্পভিলেতে বর্ণবাদী ব্যবস্থার সর্বাধিক ঘৃণিত প্রথা " অনুমতি পত্র আইন" (পাস ল) এর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করতে গিয়ে ৬৯ ব্যক্তি প্রাণ হারায়।

শার্পভিলে হত্যাযজ্ঞ ছিল বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এর প্রেক্ষিতেই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দিবসটিকে প্রতিবছর উৎযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এর উদ্দেশ্য হল যখন যেখানে বর্ণবাদ দেখা যাবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

এ বছর রুয়ান্ডা গণহত্যার ১০ম বার্ষিকী , যা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় জাতিগত ও বর্ণবাদী ঘৃণা কত ভয়ঙ্কর হতে পারে। এ বছর হাইতি বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী , যার মাধ্যমে ক্যারিরিয়ান ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেছিল । সাধারণ পরিষদ ২০০৪ সালকে দাসত্ব বিরোধী সংগ্রামের স্মৃতিচারণকারী আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এসব উদযাপনের অর্থ এই নয় যে, আমরা কেবল অতীতে ঘটা মর্মান্তিক ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাব, বরং ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনা থেকে মানবতাকে রক্ষা করার জন্য আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার করব।

এর উদ্দেশ্য হল দাসত্ব ও দাস ব্যবসার দীর্ঘস্থায়ী করুণ পরিণতির ধারা পাল্টে দেওয়া । দাসত্ব ও দাস ব্যবসার অন্যায়ের ফলে আজ সারা বিশ্বে , বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য, অনুন্নয়ন, কোণঠাসাকরণ, সামাজিক বহিস্কার, অর্থনৈতিক অসমতা, অস্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাহীনতার প্রসার ঘটেছে। ২০০১ সালে বর্ণবাদ, বর্ণবাদী বৈষম্য , বিদেশীদের প্রতি ঘৃণা এবং সংশ্লিষ্ট অসহিষ্ঞুতা বিষয়ক জাতিসংঘ বিশ্ব সম্মেলনে রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে নেয় যে দাসত্ব ও দাস ব্যবসায়ই মানব ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ মর্মান্তিক ঘটনাগুলোর জন্ম দেয় এবং এটাই বর্ণবাদ সৃষ্টির বৃহত্তম উৎস। এই অতীত কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে জাতিসংঘ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। একই সাথে জাতিসংঘ সাম্প্রতিক কালের দাসত্বের বিভিন্ন রুপ–যথা বলপূর্বক শ্রম, যৌন চরিতার্থের উদ্দেশ্যে পাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেও প্রস্তুত।

গণহত্যার মূল কারণ বর্ণবাদ, বর্ণবাদী রীতিনীতি, বর্ণবাদী আদর্শ এবং সকল মানুষের অধিকার ও মর্যাদাকে স্বীকার করে না এমন শিক্ষাকে অব্যশ্যই নিন্দা করতে হবে। গণহত্যা, হত্যাযঞ্জ, জাতিগত শুদ্ধি অভিযান এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধ করতে এবং পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থা তৈরির জন্য আমাদের সামর্থ্য জোরদার করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধী আদালত সহ অন্যান্য মাধ্যমে অপরাধীদের শাস্তিবিধানে আমাদেরকে সত্যিকার সমর্থন দিতে হবে।

আমি আশা করছি শীঘ্রই গণহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করতে অন্যান্য প্রস্তাবও পেশ করা হবে।

বিশ্বের মানুষের মধ্যে যতই আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপ ও বৈচিত্রের প্রতি সমীহ বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। আমরা সরকারসমূহের কাছ থেকে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দৃঢ় পদক্ষেপ আশা করছি।

আন্তর্জাতিক বর্ণবাদী বৈষম্য নির্মূল দিবসে আসুন আমরা সকলে জাতিসংঘ সনদ এবং সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা পত্রে লিপিবদ্ধ সকল মানুষের সমতার মৌলিক নীতিতে নতুন করে উদ্দীপ্ত হই।

** ** **